Nihonium (Nh)

Element 113 — Complete Summary

theperiodictable.in

113
Nh
Nihonium
[286]

Key Properties

Atomic Mass	[286]
Category	unknown-properties
State at 20°C	solid
Melting Point	null
Boiling Point	null
Density	16*
Electron Config	[Rn] 5f146d107s27p1
Electronegativity	null
Year Discovered	2003
Discovered By	RIKEN

✨ Did You Know?

1. এটিই প্রথম রাসায়নিক উপাদান যা এশিয়ার কোনো দেশে আবিষ্কৃত হয়েছে।
2. এটি জাপানের সাধারণ জাপানি নাম 'নিহোন' থেকে নামকরণ করা হয়েছে, যার আক্ষরিক অর্থ 'উদীয়মান সূর্যের দেশ'।
3. জাপানের RIKEN গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের একটি দল এই আবিষ্কার করেছে।
4. এর সবচেয়ে স্থিতিশীল পরিচিত আইসোটোপের অর্ধ-জীবন প্রায় 20 সেকেন্ড।
5. এটি বোরন, অ্যালুমিনিয়াম, গ্যালিয়াম, ইন্ডিয়াম এবং থ্যালিয়ামের নীচে গ্রুপ 13-এ রয়েছে।

APPEARANCE
নিহোনিয়াম একটি সিন্থেটিক, অত্যন্ত তেজস্ক্রিয় উপাদান।

SUPERHERO PERSONA
"দ্য রাইজিং সান, এশিয়ার কোনো দেশে আবিষ্কৃত প্রথম নায়ক।"

EVERYDAY CONNECTION
নিহোনিয়ামের কোন দৈনন্দিন সংযোগ নেই, শুধুমাত্র গবেষণায় ব্যবহৃত হয়।

POP CULTURE
নিহোনিয়ামের আবিষ্কার ছিল জাপানের জন্য জাতীয় গর্বের একটি প্রধান বিষয়।

নিহোনিয়াম (Nh): জাপানের অতি ভারী ধাতু

নিহোনিয়াম একটি কৃত্রিম, অত্যন্ত তেজস্ক্রিয় ধাতু। মাত্র কয়েকটি পরমাণু তৈরি হয়েছে এবং প্রায় তাৎক্ষণিকভাবে এগুলি অদৃশ্য হয়ে যায়। ১১৩ এর পারমাণবিক সংখ্যা সহ, এটি অতি ভারী উপাদানগুলির একটি গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত। এর নাম নিহোন থেকে এসেছে - জাপানের জন্য জাপানি শব্দগুলির মধ্যে একটি - যে দেশে এটি প্রথম তৈরি হয়েছিল তার সম্মানে।

একটি মনুষ্যসৃষ্ট উপাদান

নিহোনিয়াম প্রাকৃতিকভাবে বিদ্যমান নয়। এটি কেবল একটি ভারী আয়ন ত্বরণকারী ব্যবহার করে একটি পরীক্ষাগারে তৈরি করা যেতে পারে। প্রথম সফল পরীক্ষায় জিঙ্ক-৭০ নিউক্লিয়াস দিয়ে বিসমাথ-২০৯ এর পরমাণু বোমাবর্ষণ করা হয়েছিল। যখন দুটি একত্রিত হয়েছিল, তখন তারা একটি নতুন মৌলের একক পরমাণু তৈরি করেছিল - নিহোনিয়াম।

জৈবিক ভূমিকা এবং ব্যবহার

কারণ নিহোনিয়াম এত বিরল এবং অস্থির (এর সবচেয়ে স্থিতিশীল আইসোটোপ ক্ষয় হওয়ার আগে এক সেকেন্ডেরও কম সময় স্থায়ী হয়), বৈজ্ঞানিক গবেষণার বাইরে এর কোনও ব্যবহারিক ব্যবহার নেই। পদার্থবিদরা অতি ভারী উপাদান সম্পর্কে আরও জানতে এবং পর্যায় সারণির সীমা অন্বেষণ করার জন্য এটি অধ্যয়ন করেন। জীবন্ত জিনিসে নিহোনিয়ামের কোনও ভূমিকা নেই এবং এর তীব্র তেজস্ক্রিয়তার কারণে এটিকে বিষাক্ত বলে মনে করা হয়।

আবিষ্কারের ইতিহাস

নিহোনিয়ামের আবিষ্কার জাপানি বিজ্ঞানের জন্য একটি গর্বের মুহূর্ত ছিল:

২০০৪: জাপানের RIKEN নিশিনা সেন্টার ফর অ্যাক্সিলারেটর-ভিত্তিক বিজ্ঞানের কোসুকে মোরিতার নেতৃত্বে একটি দল প্রথম নিহোনিয়ামের পরমাণু তৈরি এবং সনাক্ত করে।

২০১৫: আন্তর্জাতিক বিশুদ্ধ ও ফলিত রসায়ন ইউনিয়ন (IUPAC) আবিষ্কারটি নিশ্চিত করেছে।

২০১৬: মৌলটির আনুষ্ঠানিক নামকরণ করা হয়েছিল নিহোনিয়াম, যা জাপানের নামানুসারে এটিকে প্রথম মৌল করে তোলে।

© 2026 theperiodictable.in — Free educational resource